ঠগ বাছা

কানাইলাল ঘোষালের নিবেদন—

রাধা ফিল্মসের

১০৯ ধারা

চিত্র নাট্য ও পরিচালনা
অপূর্ব্ব মিত্র

কাহিনী — রাজকুমার চট্টোঃ
সংলাপ — মনোরঞ্জন হাজরা
গীতিকার — শ্রীতড়িৎ কুমার ঘোষ
সংঙ্গীত পরিচালনা : রঞ্জিৎ রায় ও
জটাধর পাইন
চিত্র-শিল্পী — ধীরেন দে
প্রধান শব্দযন্ত্রী — নৃপেন পাল এম-এস-সি
শব্দানু লেখন — শচীন চক্রবর্ত্তী
পরিস্ফুটন — ধীরেন দে (কে, বি,)
শিল্পনির্দ্দেশ — শুভো মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা — নানা বোস
ব্যবস্থাপনা — সুখেন চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বা-বধান — মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সহকারী

পরিচালনা — সুকুমার সরকার
পরেশ মজুমদার
মনোরঞ্জন হাজরা
চিত্র-শিল্পী — সুধীর মিত্র
সমীর ঘোষ
শব্দানুলেখন — ইন্দু অধিকারী
মানস মুখোপাধ্যায়
পরিস্ফুটন — লাল মোহন বোস
সুধীর ঘোষাল
শিল্পনির্দ্দেশ — অনিল পাইন
কবীন্দ্র দাশগুপ্ত
সম্পাদনা — মধু বন্দ্যোপাধ্যায়
অনিল সরকার

ব্যবস্থাপনা — মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন ভৌমিক
আলোক সজ্জা—গোপাল কুণ্ডু, জগন্নাথ ঘোষ,
রাধামোহন চৌধুরী, চিত্ত বড়ুয়া
রূপসজ্জা — গোষ্ঠ দাস
স্থিরচিত্র — ষ্টীল ফটো সার্ভিস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—কমল চৌধুরী ও শুকুমৌলিক

রূপায়ণে : মলিনা, স্মৃতি, বিপিন গুপ্ত, পদ্মা, বিমান, গীতশ্রী, রূপেন, অমর, রেবা, অপর্ণা, শিশুবালা, লীলাবতী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশুবোস, নৃপতি, কালীগুহ, কালীদেব, সুখেন চক্রবর্ত্তী, সাহাদাৎ, রামধারী, হরিচরণ, বসন্ত, শৈলেশ, জয়দেব, সুজয় ধর, নিমাই ঘোষ এবং আরও অনেকে।

পরিচ্ছদপট : চিত্ত দাস

—ঃ ১০৯ ধারা ঃ—

[Section—109. Magistrates are empowered to put in force the provisions of the section whenever they have credible informations that the accused has no ostensible means of livelihood or is unable to give a satisfactory account of himself and is within the local limits of his jurisdiction.

১০৯ ধারা—যেখানেই আসামী সম্পর্কে উপযুক্ত সংবাদ থাকিবে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের এক্তিয়ারের মধ্যে সে নিজের সম্বন্ধে কোন রকম সন্তোষ জনক কৈফিয়ৎ দিতে পারেনা সেখানেই ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আসামীর উপর ১০৯ ধারা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।]

এই কাহিনীর নায়ক পন্টু ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। কলকাতার এক পার্ক থেকে গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ১০৯ ধারায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হ'লো জেলখানার জুভেনাইল ওয়ার্ডে।

কিন্তু কে এই পন্টু—তার পরিচয়ই বা কি? বেনারসের এক ডোমিসাইল্ড বাঙালী ভদ্রলোক—নাম জিতেন সান্ন্যাল—ব্যাঙ্কের চাকুরে—হঠাৎ বদলী হয়ে

আসছিলেন কলকাতায় তাঁর ভাই বঙ্কিমের বাড়ীতে। পথে ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি গেলেন মারা—আর স্ত্রী নমিতা ও শিশুপুত্র পল্টু গুরুতর ভাবে আহত হয়ে নীত হ'লেন কলকাতার কোন এক হাসপাতালে। একদিন হাসপাতাল থেকে মা নমিতা দেবী আরোগ্য লাভ ক'রে চিলড্রেন্স ওয়ার্ডে ছুটে গেলেন কিন্তু পল্টু তখন বিস্মৃতির ঘোরে (Amnesia) চিন্‌তে পারল না মাকে। সেই ছেলে পল্টু হাসপাতাল থেকে হারিয়ে গিয়ে উপরোদ্ধ ভাবে জেলে যেতে বাধ্য হয়।

জেলে ঘটনাচক্রে সে সুধীর চক্রবর্ত্তী ব'লে পরিচিত হয়। এই সুধীরকে বেশ সুন্দর ফুট্‌ফুটে দেখে জেলের এক দাগী চোর সুরেন, বাইরে তাদের দলের ওস্তাদ দেওকীকে খবর দেয়। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে সুধীরকে মুক্তি দিলে দেওকী তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে তার বস্তিতে—ঐ সুরেনদের বাড়ীতে, তার মা ও বোনের কাছে। সেই খানে রেখে দেওকী তাকে দলের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলার জন্য তালিম দেয়।

তারপর এই ছেলেটির নিষ্ঠুর নিয়তি সত্যিই কি তাকে কোনো এক অজানা বন্ধুর পথে টেনে নিয়ে যাবে ?

———

সংগীতাংশ

(১)

ঘুম্ আয় !...আয় ঘুম্ !...
ঘুম্ আয় !...ঘুম্ !—
খোকন সোনার চোখের পাতায়,
(নেমে আয় ঘুম্ !
ঘুম্ আয় ঘুম্ !
—ঘুম্ ! ঘুম্ ! ঘুম !—
ঘুম্ আয় !—)
আকাশ্ ছেয়ে রাতের তারায়,...
আয়রে !...আয়রে !
আয়রে নিঝুম্ !!

ঘুম্ আয় !...
ঘুমের দেশে চলে আমার
খোকন মনি
সেথায় নাকি ঘুমিয়ে আছে
হীরের খনি ;—
সেখান থেকে আন্‌বে হীরে আমার যাদু-ধন,
হার গড়াবে মায়ের গলার ভরবে মায়ের মন্,
মায়ের চোখের জল্ মোছাতে বীর হবে খোকন্
হাসির জাহাজ্ ভাসিয়ে দেওয়ার দেখ্‌বে মা স্বপণ!...
...ঘুম্ আয় !...ঘুম !...
আয় ঘুম্ !...ঘুম্ !...
—ঘুম্ !...ঘুম্ আয় !—
আয় !...ঘুম্ আয় !!

—রঞ্জিৎ রায়

(২)

ঘর আমাদের গারদখানা
(আম্‌রা) জেলের বাসিন্দা !
খোস্ মেজাজে নাচি আর গাই
তাক্-ধিন্-তাক্-ধিন্-ধা-!! (ধা-ধাধা !)

সাধুও হায় কপাল দোষে হেথায় বসত্ করে
খুনী ও চোর এক ডেরাতে
মজ্‌লিস্ মস্‌গুল্ করে,
(এই) হরেক জাতের হোটেলে নাই
পয়সারও চিন্তা !!

কখন সখন যা' একটু ওই—
জমাদার সাহাব্,
লাল্ চোখ্ দিয়ে গোলমাল্ করে
চম্‌কাই বাপ্‌রে !...বাপ্ !—

(আবার) খুশী করি সেলাম কায়দায়...
জেল রাখি জিন্দা !!
(আমরা) জেলের বাসিন্দা !
(মাইরী) জেলের বাসিন্দা !!

—রঞ্জিৎ রায়

(৩)

ঝট্ পট্ ঝট্ পট্ লাগ মায়া লাগ
—মায়া লাগাই !—
ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝন ঝনাৎ ঝন
নেচে বেড়াই !!

ফুল ফুল ফুল ফুল,
তুল তুল তুল তুল—
না-ফুরানো মহুয়া ফুল
ফুলদানীতে মোর,
—যার খুশী যা ; যাও নিয়ে যাও,—
লাগুক নেশা জোর !...

—হা-হা-হা-হা—হা !—
জীবন-টাই—"সু—ধা"— !
দোল দোল দোল দোল দোলো,...দুলি,
ভুবন দোলাই !!

—রঞ্জিৎ রায়

(৪)

হেঁদোর পাড়ে হোঁদল খুড়োর
কোঁদল খ্যাত ভোঁদল নামু
থাকতো !—
তারযে সেশো চণ্ডে চরণ
খোরাই নেশা চণ্ডুতে যার
লাগতো !—
বুদ্ধি তাহার কম ছিলোনা
নেড়া মাথার চুটকীতে
উত্তাপে যার, বলতো—, সে আজ—
শুকনো এতো শুটকিতে !—
(ওই) —চুটকিতে !...

তার যে ইয়ে...দেওকী বিটেল,...
টিকটিকি তার আসুছেরে ওই...
ফট ফটাম ফট...ফট...!

আসুছে টাকার গন্ধ-ধরী
হট যাও ! সব...হট...!!
(নইলে) ফট ফটাম ফট...ফট...!
(সব) ফট্ ফটাম ফট্ ফট্ !!

—রঞ্জিৎ রায়

(৫

...খোল খোল !...খোল খোল !...
...চোখ খুলে যায় !...
চোখ দিয়ে মন ধরি !
সিদে যেই "মন"...
ঘোরে বন্ বন্,
(আমি) মন্ ভেঙে মন্ গড়ি !!
যাদুতে মোর
সাধু হয় চোর
চোর বনে' যায় সাধু...
..."ফস"...
ফুস্ মন্তর
ফুস্ মন্তর...
"রিনিক ঝিনিক রিনি ঝিনিক...ঝিনি !"
কাঁকন বলেগো মোর
হৃদয় নিলাম জিনি !...নিলাম জিনি !

হাত ছানি তন্ত্রে
যৌবন মন্ত্রে
ত্রিক ! ত্রাক !
ধ্রিক ! ধ্রাক !
নাচুক সবাই !
মায়া লাগাই !!

—রঞ্জিৎ রায়

(৬)

কখন তুমি ডাকবে মোরে
কোন নিরালা ক্ষণে গো !
কোন নিরালা ক্ষণে !
এই আশাতে পথ চেয়ে রয়
হৃদয় সঙ্গোপনে গো
অতি সঙ্গোপনে !!

(কবে) উজার কোরে নেবে আমার
চয়িত কুসুম !
সুবাসে তার রাঙিয়ে দেবো
তোমার চোখের ঘুম !!

—জটাধর পাইন

(৭)

আগুন লাগায়
(ওই) ফাগুন আমার
ফুল মনে ! (গো)
কোন্ মহুয়ার
নেশায় দুলি
গুল বনে !! (গো)

দখিন হাওয়ার
মধুর দোলায়—
হৃদয় আমারি
(হায়) কোথায় হারায় ;.....
তনুতে মোর
জোয়ার এলো
কোন ক্ষণে !! (গো)

(আমি) —আপন হারা (গো)
বাঁধন হারা
—ভালবাসার—
...স্বপ্ন ভরা...(গো, স্বপ্ন ভরা)
(কোন্) —ঝর্ণা ধারা,—
(আমি) পাগল্ পারা !

(আজ) দু'চোখ আমার
ঘুম হারা কার
—গুঞ্জনে !!...(গো)—

—রঞ্জিৎ রায়

(৮)

(কীর্ত্তন)

ওরে ও'...গোপাল নয়নের মনি
কোথা গেলি বুকে আয় !...
(আঁখি) পলক-ফেলিতে তোরে না হেরিলে
পরাণ-ফাটিয়া যায় !!

কচি কাঁচা সোনা আয়রে কাছে
—নইলে পরাণ বাঁচে না যে !—
কোথা গেলি বুকে আয় !!—

প্রখর তপন-তাপে হয়তো বা চাঁদ-মুখ
শুকাইয়া হয়েছেরে কালি !
হয়তো বা পথ-ভুলি আন-পথে ঘুরি' হায়
ওই তনু ভরি লাগে বালি !!

(আমি)—সইতে পারি না !—
(ওই) সোনার অঙ্গে ধুলো ঝরে
(আমি) সইতে পারিনা !—

হয়তো কতেক দিঠি তুয়া তনু ঘিরত
দহনের-রেখা পড়ে গায় ! (হায়রে)
(আমি) কোথা যেতে কোথা যাই
কোথা গেলে তোরে পাই
আবরিতে অঞ্চল ছায় !!
...আয় !...বুকে আয় !!

—জটাধর পাইন

(৯)

দেবতা তোমার বেদী-তলে ওই—
(কাঁদে) প্রাণ-হারা কতো প্রাণ !
কতো অসহায় ঝরেগো ধূলায়,
—জাগো পাষান !...জাগো-পাষান !!—

দিবসেও যার দিলেগো অন্ধকার
দিয়েছ যাদের শুধু বেদনার ভার
তাই লয়ে তারা তোমার পূজায়
(আজো) করে অঞ্জলি দান !!
ঘর হারা আর সাথী হারা ওই
সন্তান হারা হায়...
দীর্ঘশ্বাসের আগুন দহনে
মিনতি কতো জানায় ;—

চোখ মেল প্রভু মমতার চোকে চাও !...
শুন্য হৃদয়...পূর্ণ করিয়া দাও।
মৃত্তিকা মাঝে জেগে উঠো তুমি
রাখো আপনার মান !!

—জটাধর পাইন

রাধা ফিল্মসের পরবর্ত্তী নিবেদন !

সংঘাত

পরিচালনা : চন্দ্রশেখর বসু

রূপায়ণে :

মলিনা, স্মৃতি, বিপিন, জহর,
দীপক, গীতাসোম, গুরুদাস,
প্রভৃতি।

ম্যারিস্টোক্রেসী

পরিচালনা : দিলীপ মুখার্জ্জি

রূপায়ণে :

অনুভা, জহর, বিপিন, পদ্মা,
অজিত, রেণুকা, রেবা
প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক

মুভিস্থান লিমিটেড্

রজনী কান্ত দত্ত কর্ত্তৃক ১০৭, লোয়ার সারকুলার রোড, মুভিস্থান লিঃ পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, রাইজিং আর্ট কটেজ হইতে কমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।